সংবাদ

তারিখ 04 MAR 2012
পৃঃ

সংবাদ সম্মেলনে ইউজিসি

দেশে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী প্রায় ২০ লাখ

● নর্থ সাউথে অনিয়মের তদন্ত চলছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব সাধিত হতে যাচ্ছে। দেশে এখন উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ, যা সংখ্যাগত বিচারে রাশিয়া, চীন, ভারত, কিংবা ব্রাজিলের মতো দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। উচ্চশিক্ষার বিস্তার, বিস্তৃতির জন্য বিশ্বব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান ও উৎকর্ষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অতীতে উচ্চশিক্ষার মানে যে ঘাটতি ছিল সেটিও এখন কেটে যাচ্ছে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে দেশের উচ্চশিক্ষা রাশিয়া, চীন ও ভারতের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী গতকাল শনিবার রূপসী বাংলা হোটেলে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। 'উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পে'র (হেকেপ) অন্যতম উপাংশ 'শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্ভাবনী তহবিল' বা এআইএফ অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা (দ্বিতীয় রাউন্ড) উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. আতফুল হাই শিবলী, প্রফেসর ড. মহিবুর রহমান, প্রফেসর

দেশে : পৃষ্ঠা : ২ কঃ ৪

দেশে : উচ্চশিক্ষায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ড. মুহাম্মদ মোহাক্কত খান, প্রফেসর ড. আবুল হাসেম, প্রফেসর ড. আখতার হোসেন, হেকেপ প্রকল্পের পরিচালক কানিজ ফাতেমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তির কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, উদ্ভাবনী শক্তি ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষায় দক্ষ তরুণদের হাত ধরে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে নিজের যোগ্যতা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

তিনি জানান, এআইএফের উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত গবেষণা প্রস্তাবের পরিবর্তে ডিপার্টমেন্ট, ফ্যাকাল্টি, সেন্টার, ইনস্টিটিউট বা সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প অর্থায়ন করা। এর প্রথম পর্বে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ২০০৯ ও ২০১০ সালের ডিসেম্বর। এতে ২৫টি সরকারি এবং দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯১টি উপ-প্রকল্পে মোট ১৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর ড. আতফুল হাই শিবলী বলেন, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়ে জমা হওয়া ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের নানা অভিযোগের তদন্ত চলছে। এছাড়া কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনা এক শিক্ষিকার যৌন হয়রানির অভিযোগসহ সার্বিক বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এ বিষয়ে প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়মের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হচ্ছে। এতে যারাই দোষী প্রমাণিত হবে তাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনাচার করে কেউ রেহাই পাবে না বলেও তিনি জানান। প্রফেসর আতফুল হাই শিবলী জানান, বর্তমানে ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটিও নেই, যারা নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য জমি কিনেনি। তিনি জানান, ইউজিসির নির্দেশনা অনুযায়ী ইউআইটিএস (ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স) কর্তৃপক্ষ তাদের চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ক্যাম্পাসে নতুন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে।